15 SCOB [2021] AD 71

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী
বিচারপতি জনাব আবু বকর সিদ্দিকী

ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১২৭১/২০১৭
[২০০৫ সালের ১২১২ নম্বর ক্রিমিনাল রিভিশন মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ০২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত]

নুর মোহাম্মদ	:	……… আবেদনকারী
-বনাম-		
সরকার এবং অন্যান্য	:	……… প্রতিবাদী পক্ষগণ
আবেদনকারীর পক্ষে	:	জনাব জয়নুল আবেদিন এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড
প্রতিবাদীগণের পক্ষে	:	কেউ উপস্থিত হননি।
শুনানি ও রায়ের তারিখ	:	২৮/০১/২০২১ খ্রিঃ

সম্পাদকের নোট

এই ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল মামলার সার সংক্ষেপ এই যে, এজাহার দায়ের করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামীগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৩৪ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করে। বিচারকালে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৩/৩২৪/৩২৫/ ৩২৬/৩০৭ /৩৪/১৪৭ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। বিচার শেষে আসামী নুর মোহাম্মদকে দন্ডবিধি ৩২৫ ধারার অপরাধের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩২৩ ধারার অপরাধের জন্য ২,০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো তিন মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং অন্যান্য আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা ও জরিমানা প্রদান করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে আসামীগণ আপীল করলে তা খারিজ হয়। এরপর আসামীগণ হাইকোর্ট বিভাগে ক্রিমিনাল রিভিশন দায়ের করলে সেটাও শুনানী অন্তে খারিজ হয়। হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত খারিজ আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-নুর মোহাম্মদ এই ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়ের করেন। আপীল বিভাগ এই মামলার রায়ে উল্লেখ করেন যে তুচ্ছ ঘটনা হতে উদ্ভূত এই মামলায় আসামীকে ১(এক) বছরের জন্য জেলে না পাঠিয়ে প্রবেশনে রাখা সমীচিন ছিল। অতপর আপীল বিভাগ দরখাস্তকারী নুর মোহাম্মদ-এর দোষী সাব্যস্তের আদেশ এবং জরিমানা বহাল রেখে তিনি যত দিন কারাদন্ড ভোগ করেছেন ততদিনই তার দন্ড হিসেবে গণ্য করার আদেশ প্রদান করেন।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলীঃ
প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০, ধারা:৫; প্রবেশন

প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০, ধারা ৫ঃ
যখনই বিজ্ঞ বিচারক ৩২৫ ধারার অপরাধে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন তখনই উনার উচিত ছিল “প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০” -এর ৫ ধারা বিবেচনা করা। মামলার বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনা ঘটেছিল দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তুচ্ছ একটা ঘটনার জের ধরে। এইসব ক্ষেত্রে আসামীকে ১(এক) বছরের জন্য জেলে না পাঠিয়ে প্রবেশনে রাখা সমীচিন ছিল। এমনকি, যেহেতু দন্ডবিধি ৩২৩ এবং ৩২৫ ধারা আপোষযোগ্য আপরাধ (Compoundable offence) এবং যেহেতু দুই পক্ষ হচ্ছে পরস্পর আত্মীয়/প্রতিবেশী কাজেই মামলাটি আপোষ মীমাংসা করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

… (প্যারা **১৬)**

কোনো বিশেষ আইনের অধীনে দায়রা আদালত হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এবং ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল-এই আইনের বিধান প্রয়োগ করতে পারবেঃ

দায়রা আদালত হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এবং ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল-এই আইনের বিধান প্রয়োগ করতে পারবে। সুতরাং বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ (Special Powers Act, 1974)-এর ধারা ২৯, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ১৯৯২ (Anti-Terrorism Act, 1992)-এর ধারা ১৫(১), সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (Anti-Terrorism Act, 2009)-এর ধারা ২৭(৩), নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ২৩(১), জন নিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০-এর ধারা ২১(১), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ২৫(১), ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫৮-এর ধারা ৬(১)(ক) এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ধারা ২৩ক(৩)-এ উল্লেখিত বিধান অনুসারে ক্ষেত্রমতে ট্রাইব্যুনাল অথবা আদালতসমূহ দায়রা আদালত বলে গণ্য হবে। দ্রুত বিচার আইন, ২০০২-এর ধারা ১২(২) অনুসারে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বলে গণ্য হবে এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ধারা ২৩ক(৩) অনুসারে ক্ষেত্রবিশেষে ট্রাইব্যুনাল ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা দায়রা আদালত বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন বিশেষ আইনে অপরাধের ক্ষেত্রেও "প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০" প্রয়োগ করা যাবে।

... (প্যারা ২০ এবং ২১)

<u>**রায়**</u>

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী ঃ

১. এই ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়েরে ২৫৯ দিনের বিলম্ব মার্জনা করা হলো।

২. ফৌজদারী আবেদনটি বিগত ০২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত ১২১২/২০০৫ নং ক্রিমিনাল রিভিশন মামলার রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আনয়ন করা হয়েছে।

৩. এই ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল সংক্রান্ত মামলার সার সংক্ষেপ এই যে, ১৪/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখ বিকালে এজাহারকারীর ১০/১২ বছরের নাতী আব্দুল বাকীর সাথে আসামী-আবেদনকারী নুর মোহাম্মদ-এর ভাই মতিনের ঝগড়া হয় এবং ঐদিন সন্ধ্যায় এ বিষয়ে সালিশ হয়। সালিশে আসামী মতিনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে আসামীরা ক্ষুব্ধ হয় এবং এজাহারকারী পক্ষকে হুমকি প্রদান করে। পর দিন অর্থাৎ ১৫/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখ আনুমানিক সকাল ৬.০০-৬.৩০ টায় এজাহারকারীর ছেলে আঃ জব্বার গরু এবং লাঙ্গল জোয়াল নিয়ে হাল চাষ করার জন্য আসামীদের বাড়ীর পশ্চিম পাশে আসলে আসামী নুর মোহাম্মদ লোহার চ্যাপ্টা ফালা নিয়ে আঃ জব্বারকে আক্রমণ করে এবং ফালার চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে তার মাথায় পর পর আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে এবং বাম হাতের কব্জি ভেঙ্গে ফেলে। আঃ জব্বার এর ডাক চিৎকারে এজাহারকারীর ছেলে ছাত্তার, জলিল, সাহাজ উদ্দিন, এজাহারকারীর স্ত্রী আরজান এবং স্ত্রীর বোন হাফিজা খাতুন ঘটনাস্থলে পৌঁছলে আসামী ইলিম উদ্দিন, এজাহারকারীর ছেলে ছাত্তারের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে এবং ডান হাতের আঙ্গুলের উপর আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। ৩নং আসামী ছলুমদ্দিন তাল কাঠের রোল দিয়ে জলিলের মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে এবং ডান হাতের উপরের অংশে রক্তাক্ত জখম করে। ৪ নং আসামী মতিন ছেন দা দিয়ে আরজান বিবির ডান হাতের কনুই এর উপর কোপ মেরে রক্তাক্ত কাটা জখম করে। ৫ নং আসামী করিম এজাহারকারীর স্ত্রীর বোন হাফিজা খাতুনের ডান কাঁধে ও ডান হাতের আঙ্গুলে এবং ডান হাতের কনুই এর উপরে চ্যাপ্টা ফালা দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম করে, অন্যান্য আসামীরাও লাঠি দিয়ে আহতদের এবং এজাহারকারীর বড় ছেলে সাহাজ উদ্দিনকে এলোপাথাড়ী পিটিয়ে নিলাফুলা জখম করে। আহতদের ডাক চিৎকারে অন্যান্য আরো অনেক লোকজন আসায় আসামীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। আহতদের মুমূর্ষু অবস্থায় খাট এবং গরুর গাড়ীতে বহন করে মহাসড়কে এনে বেবী টেক্সিযোগে জয়দেবপুর হাসপাতালে প্রেরণ করে ভর্তি করা হয়। আঃ জব্বারের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে জয়দেবপুর হাসপাতালের ডাক্তার তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। এজাহারকারী ডাক্তারী সনদ তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করতে পারেনি এবং ডাক্তারী সনদ ছাড়াই থানায় এজাহার দায়ের করে।

৪. আসামীগণের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে আসামীগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৩৪ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যার নম্বর-১০৭ তারিখঃ ৩১/০৮/১৯৮৬। মামলাটি বিচারের জন্য বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর এর আদালতে স্থানান্তর করা হয় এবং বিজ্ঞ বিচারক আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৪/১৪৭ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন এবং উক্ত অভিযোগ আসামীদের পাঠ করে শোনান এবং আসামীরা নিজেদের সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারকালীন

রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগপত্রে উল্লেখিত ১৫ (পনের) জন স্বাক্ষীর মধ্যে ৯ (নয়) জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। আসামীপক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়নি।

৫. একই ঘটনায় আসামীপক্ষীয় ইলিম উদ্দিন থানায় এজাহার দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষের গরু ইলিম উদ্দিনের ধানক্ষেত নষ্ট করলে আবেদনকারী-নুর মোহাম্মদ গরু ধরতে যায় এবং কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষগণ নুর মোহাম্মদকে ভীষণভাবে মারপিট শুরু করলে ইলিম উদ্দিন, তার স্ত্রী এবং উভয় পক্ষের সহোদর ভাই ছলুমদ্দিন ও উভয় পক্ষের ভাতিজা হাকি বাধা দিলে এজাহারকারীগণ তাদেরও ভীষণভাবে মারপিট করে জখম করে। আহতরা হাসপাতালে ভর্তি হন। ইলিমদ্দিন কিছু সুস্থ হয়ে বিলম্বে থানায় এজাহার দায়ের করে। এজাহারটি জয়দেবপুর থানার মামলা নং-১৭(৭)৮৬ এবং দঃবিঃ ৩২৩/৩২৫ ধারা হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত মামলাটি তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

৬. উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর, বিগত ৩১/০১/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে আসামী নুর মোহাম্মদকে দন্ডবিধি ৩২৫ ধারার অপরাধের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩২৩ ধারার অপরাধের জন্য ২,০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো তিন মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং অন্যান্য আসামীদের দন্ডবিধি ৩২৩ ধারার অপরাধের জন্য যথাক্রমে ২,০০০/- হাজার টাকা ও ৫০০/- টাকা করে জরিমানা প্রদান করেন।

৭. উক্ত আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামীগণ বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, গাজীপুর বরাবর ফৌজদারী আপীল নং ১৬/১৯৯৪ দায়ের করেন যা বিগত ০৭/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে খারিজ হয় এবং বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশ বহাল থাকে, যার বিরুদ্ধে আসামীগণ হাইকোর্ট বিভাগে ১২১২/২০০৫ নং ক্রিমিনাল রিভিশন দায়ের করেন। হাইকোর্ট বিভাগ রুল ইস্যু করেন এবং পরবর্তিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে ক্রিমিনাল রিভিশনটি খারিজ হয়।

৮. হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত খারিজ আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-নুর মোহাম্মদ এই ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়ের করেন।

৯. এই আবেদনটি আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ এর বিধান অনুসারে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী হয়।

১০. জনাব জয়নুল আবেদীন, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড, আবেদনকারীর পক্ষে বলেন যে, অধঃস্তন আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগও আমলে নেয়নি। ফলে বিরোধীয় রায় ও আদেশ বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত অভিযোগপত্রের সাক্ষীদের মধ্যে ৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি এবং এ বিষয়ে কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান না করেই অভিযুক্ত-আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা প্রদান করেছেন। সুতরাং, উক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করায় এই সাজা রদ-রহিতযোগ্য। তিনি আরো বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীরা পরস্পর আত্মীয়, যা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ঘটায় এবং বিরোধীয় ঘটনাটি একটি পারিবারিক কলহের জের ধরে সংঘটিত হয় যার কারণে সালিশ হয় এবং সালিশ পরবর্তীতে আরো মারাত্মক বিরাগের বশবর্তী হওয়ার কারণে উল্লেখিত মারপিট তথা বিরোধের ঘটনা ঘটে। সকল সাক্ষী ছিল পক্ষপাত দুষ্ট এবং তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। হাইকোর্ট বিভাগের উচিত ছিল সাজাপ্রাপ্ত আবেদনকারীকে মুক্তি দেয়া কারণ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও দাবী করেন প্রতিবেশী এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সাক্ষীদের বাদ দেয়ায় রাষ্ট্রপক্ষের মামলা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় এবং অপরাধের কোন আলামতও এই মামলায় বিচারিক আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি। তাই স্বাক্ষীদের ব্যাপারে এই সব বিষয় আলোচনা ব্যতীত হাইকোর্ট বিভাগ যে আদেশ দিয়েছেন তা বাতিলযোগ্য।

১১. প্রতিবাদী পক্ষগণ কেউ উপস্থিত হননি।

১২. সাজাপ্রাপ্ত আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলীর বক্তব্য শুনলাম ও হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত রায় ও আদেশ এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করলাম।

১৩. বাংলাদেশের শতকরা ৬২ ভাগ এর অধিক লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। যেখানে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক শহরের তুলনায় বেশি এবং তাদের মধ্যে ছোট-খাটো ঝগড়া-বিবাদও বেশি হয়। এই মামলার ঘটনা শুরু হয়েছিল খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। ১৪/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যায় আসামী আব্দুল মতিনের সাথে বাদী আহমদ আলীর ১০/১২ বছরের নাতি আব্দুল বাকির কথা কাটাকাটি হয়। ঐদিনই সন্ধ্যায় এই ব্যাপারে সালিশ হয় এবং আঃ মতিনকে সালিশে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ফলে আসামীপক্ষ প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেয় এবং পরের দিন ১৫/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৬.০০-৬.৩০ টায় আসামী আঃ মতিন-এর ভাই আসামী নুর মোহাম্মদ বাদীর ছেলে আব্দুল জব্বারকে আক্রমণ করে এবং একটি ফালার চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে মাথায় আঘাত করে একাধিক রক্তাক্ত জখম করে এবং তার বাম হাতের কব্জি ভেঙ্গে দেয়। মোট ৬ (ছয়) জন আসামী বাদী পক্ষের ৪(চার) জনের শরীরে বিভিন্ন আকারের জখম করে। এর মধ্যে আব্দুল জব্বার সবচেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়। বাদীপক্ষের ৭(সাত) নম্বর সাক্ষী ডাঃ নুরুল ইসলাম তার সাক্ষ্যে আহত আব্দুল জব্বারের মাথায় ভোতা অস্ত্রের সৃষ্ট ৪(চার) টি থেতলানো এবং বাম হাতের কব্জিতে কয়েকটি হাড় ভাঙ্গা জখমের বিবরণ দেন। তিনি হাত ভাঙ্গা পরীক্ষার জন্য এক্স-রে এবং চিকিৎসার জন্য আহত আব্দুল জব্বার-কে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নুর মোহাম্মদ তার হাতে থাকা ফালার চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে মাথায় আঘাত করে এবং এতেই অনুমান করা যায় যে আহতকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করেনি। তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকলে ফালা দিয়ে আঘাত করতো। এটাও লক্ষ্যণীয় যে মাথার কোন হাড় ভাঙ্গেনি। বিচারিক আদালতের রায়ে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, আসামী মতিন ছ্যান দা এর উল্টা পিঠ দিয়ে আরজান বিবিকে আঘাত করে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে, আক্রমণকারী পক্ষ কর্তৃক আসামীর বাদীপক্ষের কোন ব্যক্তিকে হত্যার কোন উদ্দেশ্য ছিলনা।

১৪. বিচার শেষে বিচারিক আদালত লক্ষ্য করেন যে, মামলাটিতে কোন নিরপেক্ষ স্বাক্ষী উপস্থাপন করা হয়নি এবং এজাহারকারী ও আসামীরা ভাই ভাই ও তাদের ছেলে-সন্তান, স্ত্রী এবং পরস্পর নিকট প্রতিবেশী এবং প্রত্যেকের বাড়ীর পাশ দিয়ে যৌথভাবে তৈরী করা হালট দিয়ে তারা সকলে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে কোন পূর্ব শত্রুতা ছিলনা। শুধুমাত্র এজাহারকারীর ১০/১২ বছরের একটি নাতির সংগে আগের দিন ঝগড়ার কথা বলা হয়েছে। ঐ ঝগড়ার বিষয়ে সালিশ হয় এবং সেই সালিশ আসামীরা না মেনে ঐ ঘটনা ঘটায় বলে এজাহারকারী পক্ষ দাবী করেছে। বিজ্ঞ বিচারক এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, আসামীপক্ষ দাবী করেছেন এজাহারকারী পক্ষের গরু তাদের ধানের চারা খেলে আসামী পক্ষ এতে বাধা দিলে এজাহারকারীরা আসামীদেরকে মারপিট করে আহত করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ বিচারক বর্তমান দরখাস্তকারী নুর মোহাম্মদকে দন্ডবিধি ৩২৫ ধারার অপরাধের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩২৩ ধারার অপরাধের জন্য ২,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো তিন মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন এবং অন্যান্য আসামীদেরকে দন্ডবিধি ৩২৩ ধারার অপরাধের জন্য যথাক্রমে ২,০০০/- হাজার টাকা ও ৫০০/- টাকা জরিমানা করেন।

১৫. যদিও আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭, ৩৪ এবং ১৪৭ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় কিন্তু অবশেষে বর্তমান দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৩২৫ ধারার অপরাধ প্রমাণ হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় এবং এক বছর এর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। পরবর্তীতে আপীল আদালত সাজা ও দন্ড বহাল রাখেন।

১৬. আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, বিচারিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারক ও আপীল আদালতের বিজ্ঞ বিচারক সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছেন যে, আমাদের দেশে "প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০" (Probation of Offenders Ordinance, 1960) নামে একটি আইন আছে এবং বর্তমান মামলার প্রেক্ষাপটে সেই আইনের ৫ ধারা প্রয়োগযোগ্য। যখনই বিজ্ঞ বিচারক ৩২৫ ধারার অপরাধে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন তখনই উনার উচিত ছিল "প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০" -এর ৫ ধারা বিবেচনা করা। মামলার বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনা ঘটেছিল দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তুচ্ছ একটা ঘটনার জের ধরে। এইসব ক্ষেত্রে আসামীকে ১(এক) বছরের জন্য জেলে না পাঠিয়ে প্রবেশনে রাখা সমীচিন ছিল। এমনকি, যেহেতু দন্ডবিধি ৩২৩ এবং ৩২৫ ধারা আপোষযোগ্য আপরাধ (Compoundable offence) এবং যেহেতু দুই পক্ষ হচ্ছে পরস্পর আত্মীয়/প্রতিবেশী কাজেই মামলাটি আপোষ মীমাংসা করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

১৭. এই “প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০”-এর বিধানাবলী বিচারিক আদালত, আপীল আদালত এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য। অথচ পূর্বোক্ত আদালত সমূহের তিনটি রায় থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে, বিজ্ঞ বিচারকগণ এই আইনের বিষয়ে আদৌ অবগত আছেন কিনা। যদি এই আইন প্রয়োগের বিষয়ে ধারণা থাকত তাহলে রায়ের মধ্যে বলা থাকতো কেন এই আইন প্রয়োগ করা সমীচিন নয় এবং যদি এই আইন সঠিকভাবে বিচারিক আদালতে প্রয়োগ করা হতো তাহলে এই ধরণের মামলা আপীল বিভাগ পর্যন্ত আসতো না। আমরা আরো দুঃখের সাথে বলতে চাচ্ছি যে এ ধরণের মামলার “প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০” প্রয়োগ না করা শুধু দুঃখজনকই নয় প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

১৮. উল্লেখ্য যে, “প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০” ধারা ৩(১)(ক) অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগেরও এই আইনের বিধান প্রয়োগ করার এখতিয়ার আছে। নজিরস্বরূপ ***৫৮ ডিএলআর, ৩২২***-এ প্রকাশিত ***আঃ খালেক বনাম হাজেরা বেগম এবং আরেকজন*** মামলার রায় দেখা যেতে পারে।

১৯. এই “প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০” ধারা ৩(১)(ক)-এ বলা হয়েছে কোন কোন আদালত এই আইন প্রয়োগ করতে পারবে। যথাঃ

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ;

(খ) দায়রা আদালত ;

(ঙ) ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট; এবং

(চ) বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ।

২০. দায়রা আদালত হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এবং ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল-এই আইনের বিধান প্রয়োগ করতে পারবে। সুতরাং বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ (Special Powers Act, 1974)-এর ধারা ২৯, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ১৯৯২ (Anti-Terrorism Act, 1992)-এর ধারা ১৫(১), সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (Anti-Terrorism Act, 2009)-এর ধারা ২৭(৩), নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ২৩(১), জন নিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০-এর ধারা ২১(১), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ২৫(১), ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫৮-এর ধারা ৬(১)(ক) এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ধারা ২৩ক(৩)-এ উল্লেখিত বিধান অনুসারে ক্ষেত্রমতে ট্রাইব্যুনাল অথবা আদালতসমূহ দায়রা আদালত বলে গণ্য হবে। দ্রুত বিচার আইন, ২০০২-এর ধারা ১২(২) অনুসারে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বলে গণ্য হবে এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ধারা ২৩ক(৩) অনুসারে ক্ষেত্রবিশেষ ট্রাইব্যুনাল ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা দায়রা আদালত বলে গণ্য হবে।

২১. উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন বিশেষ আইনে অপরাধের ক্ষেত্রেও “প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০” প্রয়োগ করা যাবে।

২২. এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নিম্ন আদালতের ২(দুই) জন বিজ্ঞ বিচারক এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ বিচারক কেউই “প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০” অথবা আপোষ মীমাংসার ব্যাপারে চিন্তা করেননি এবং দন্ড ও সাজা বহাল রাখেন। ইতোমধ্যে দরখাস্তকারী নুর মোহাম্মদ ৩১(একত্রিশ) দিন কারাদন্ড ভোগ করেছেন।

২৩. উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত এই যে, দরখাস্তকারী নুর মোহাম্মদ-এর দোষী সাব্যস্তের আদেশ (conviction) এবং জরিমানা বহাল থাকবে তবে তিনি যতদিন কারাদন্ড ভোগ করেছেন ততদিনই তার দন্ড হিসেবে গণ্য হবে।

২৪. এমতাবস্থায়, ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীলটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং হাইকোর্ট বিভাগ প্রদত্ত রায় ও আদেশ সংশোধন করা হলো।